সংবাদ

16 SEP 2009
কপাম

গ্লোবাল একশন সপ্তাহ ২০০৯ উদযাপন
(২০-২৬ এপ্রিল)

সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে এবং মানসম্মত শিক্ষার পক্ষে সচেতনতা বাড়াতে গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন (জিসিই) প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী গ্লোবাল একশন সপ্তাহ পালন করে থাকে। গ্লোবাল এ্যাকশন সপ্তাহ ২০০৯-এর প্রতিপাদ্য ছিল 'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা' (Youth and Adult Literacy and Life-long Learning)। এই সপ্তাহ পালন উপলক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযান তার সহযোগী সংস্থাসমূহে সঙ্গে নিয়ে নানাযুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে।

'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা'

সর্বজনীন শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে যেসব চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো বয়স্ক সাক্ষরতা। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ওপর যতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বয়স্ক শিক্ষার বিষয়টি ততোটা গুরুত্ব পায়নি। অথচ বয়স্ক সাক্ষরতা হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক সেইসব নারী-পুরুষের জন্য সচেতনাশ্রয়ী লেখাপড়ার কার্যক্রম, যারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়ে দেশের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। সম্প্রতি ইউনেস্কোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সারা বিশ্বে ৭৭৪ মিলিয়ন বয়স্ক নিরক্ষর রয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৬৪ ভাগ নারী। সাম্প্রতিক সাক্ষরতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি উপেক্ষিত দিক এই বয়স্ক সাক্ষরতা। বয়স্ক সাক্ষরতার এই নাজুক পরিস্থিতিতে গ্লোবাল এ্যাকশন সপ্তাহ ২০০৯-এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয় 'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা'। এ কথা অনস্বীকার্য যে, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীই অধিক হারে দারিদ্র্যপীড়িত এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যেই নিরক্ষরতার হার বেশি। তাই দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়, নিরক্ষরতার সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুতরাং এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে দারিদ্র্য নির্মূল করার চিন্তা করা যায় না। বস্তুত, পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক ও কর্মক্ষম ব্যক্তিরাই দারিদ্র্য দূরীকরণের ভূমিকা পালন করে থাকেন। তারা শিক্ষিত হলে বহুমুখী কর্মপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণ সহজ হয়। এছাড়া সচেতন অভিভাবকই পারেন তার সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের দিকনির্দেশনা দিতে। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের মানসম্মত শিক্ষালাভের বিষয়টিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতার বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এবারের গ্লোবাল এ্যাকশন সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা'কে বাংলাদেশসহ শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য অত্যন্ত সময়োপযোগী। বাংলাদেশের যুব, বয়স্ক এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা কার্যক্রমের অবস্থা পর্যালোচনা করলে যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতার একটি নেতিবাচক চিত্র আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। উল্লিখিত বিষয়ে প্রাপ্ত কিছু তথ্য এখানে প্রণিধানযোগ্য :

বয়স্ক সাক্ষরতার হার,
পুরুষ : ৫০%
নারী : ৩১%
যুব সাক্ষরতার হার,
পুরুষ : ৫৮%
নারী : ৪১%
সূত্র : ইউনেস্কো (২০০০-২০০৪)

যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতার বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশে ব্যাপক কর্মসূচির মাধ্যমে গ্লোবাল এ্যাকশন সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। এই কর্মসূচি পরিকল্পিত ও সফলভাবে উদযাপনের জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান তার সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে কয়েকটি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করে এবং সবার মতামত নিয়ে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়।

পরিকল্পনা সভা

জাতীয়ভাবে গ্লোবাল এ্যাকশন সপ্তাহ উদযাপনের কর্মসূচি সুনির্দিষ্টকরণ এবং এ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনার লক্ষ্যে ৪টি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা, কোয়ালিশন এনজিও, নেটওয়ার্ক এনজিও, শিক্ষক ফেডারেশন, সাংবাদিক ফোরাম এবং সিভিল সোসাইটির সদস্যবৃন্দ এই সব সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গত ৩০ অক্টোবর ২০০৮ বিকেল ৩টায় এলজিইডি মিলনায়তন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবারের গ্লোবাল এ্যাকশন সপ্তাহ উদযাপন সংক্রান্ত প্রথম পরিকল্পনা সভা। অন্যান্য পরিকল্পনা সভা যথাক্রমে ২০ জানুয়ারি ২০০৯, ১৮ মার্চ ২০০৯ এবং ১৬ এপ্রিল ২০০৯ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এসব পরিকল্পনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামতের আলোকে সপ্তাহ উদযাপনের জন্য জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি সুনির্দিষ্ট করা হয়। এছাড়া এবারের প্রতিপাদ্যনির্ভর উপকরণ উন্নয়ন ও বিতরণের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয় উক্ত সভাসমূহে। উল্লেখ্য, পরিকল্পনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে গ্লোবাল এ্যাকশন সপ্তাহের কর্মসূচিসমূহকে জাতীয় ও স্থানীয় এই দুই পর্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়।

বৃহৎ পঠন

'যুব ও বয়স্ক সাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২২ এপ্রিল ঢাকাসহ সারাদেশে অনুষ্ঠিত হয় বৃহৎ পঠন (Big Read)। উক্ত কর্মসূচিতে ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে ৪.৪৭ মিলিয়ন (প্রায় ৪৪ লক্ষ ৬৭ হাজার) মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সরকারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট এক বিরাট জনগোষ্ঠী এই বৃহৎ পঠনের অংশগ্রহণ করে। এই পঠন কর্মসূচি বিশ্ব জুড়ে শিক্ষা-সাক্ষরতা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও 'সবার জন্য শিক্ষা'র অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব শিক্ষা অভিযান আয়োজিত এযাবৎ কালের বৃহৎ পঠন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। 'বৃহৎ পঠন'-এর জন্য আমাদের দেশের শিক্ষা- সাক্ষরতার প্রেক্ষাপটকেন্দ্রিক গল্প, আত্মকথন ও কেস স্টাডি নিয়ে প্রকাশিত শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ক সঙ্কলন বৃহৎ পঠন (The Big Book) থেকে ব্রাজিলীয় লেখক পাওলো চেল্যোর পেন্সিলের গল্পটি পড়ে শোনান নাট্যজন রোকেয়া রফিক। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বৃহৎ পঠন কর্মসূচিতে টিআইবি'র চেয়ারম্যান ও সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)-এর সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, সঙ্গীত শিল্পী ফেরদৌস আরাসহ শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, সাংস্কৃতিক কর্মী, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, এনজিও প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী ও তৃণমূল সংগঠনের প্রতিনিধিসহ প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক অংশগ্রহণকারী অংশ নেন। এ বৃহৎ পঠন শেষে আদিবাসী সাংস্কৃতিক সকর্মীদের অংশগ্রহণে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বাউল সঙ্গীতের আয়োজন করা হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় সারাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই বৃহৎ গঠন অনুষ্ঠিত হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোও এই বৃহৎ গঠন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষক সমিতিও এই প্রচারাভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

চলবে

[সাক্ষরতা বুলেটিন, আষাঢ় ১৪১৬, জুন ২০০৯]